৩ জানুয়ারি ২০১৪

অধিকার এর বিবৃতি

রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়াই নির্বাচন কমিশন এর একতরফাভাবে ঘোষিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান বাংলাদেশকে ভয়াবহ সংঘাতের দিকে ঠেলে দেবে

বাংলাদেশে ৫ জানুয়ারি ২০১৪ এ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়েছে। এই নির্বাচনটি প্রধান বিরোধীদল বিএনপি সহ ১৮ দলীয় জোট এবং গণতান্ত্রিক বাম মোর্চাসহ দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করেছে। ১৯৯০ সালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হোসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর নেতৃত্বাধীন স্বৈরাচারী সরকারের পতনের মধ্যে দিয়ে ৫, ৭ ও ৮ দলীয় জোটসমূহের রূপরেখা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালিন সরকার গঠিত হয় এবং সেই সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং আওয়ামীলীগের মধ্যে পারস্পরিক চরম অনাস্থার কারণে ও বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন জোটের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে নির্বাচনকালীন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ব্যবস্থার অধীনে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ৩টি নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। অথচ বর্তমান আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে প্রধান বিরোধীদল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উত্থাপিত প্রতিবাদ ও আপত্তি উপেক্ষা করে ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী বিলটি পাশ করে। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি মরহুম জিল্লুর রহমান ২০১১ সালের ৩ জুলাই এই বিলটিতে সম্মতি দেয়ায় তা সংবিধানের অর্ন্তভুক্ত হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং এর ফলে নির্বাচনগুলো দলীয় সরকারের অধীনেই হতে হবে বলে সংবিধানে লিপিবিদ্ধ হয়। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ সংখ্যা গড়িষ্ঠতার ভিত্তিতে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করার পরও আগামী দুটো নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়ার ব্যাপারে যে মত দিয়েছিলো, পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে তারও আর কোন সুযোগ থাকেনি। এই পঞ্চদশ সংশোধনী কোনরকম গণভোট বা জনমত যাচাই ছাড়াই গ্রহণ করার ফলে তা সংবিধানের ৭(১) ও (২) অনুচ্ছেদকে চরমভাবে অগ্রাহ্য করেছে। কারণ সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে' ও ৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিররূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে'। অন্যদিকে জরিপেও দেখা গেছে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সম্পন্ন করার পক্ষে দেশের ৯০%

মানুষ মত দিয়েছেন[১]। গত ২৫ নভেম্বর ২০১৩ বিরোধীদলের সঙ্গে কোনোরকম রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়াই জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের মধ্যে দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দীন আহমেদ আগামী ৫ জানুয়ারি ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই দেশব্যাপী সহিংসতা আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ও ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিরোধীদল নির্বাচন বয়কট করার কারণে কোন প্রার্থী না থাকায় নির্বাচনের আগেই ৩০০টি আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে যান; যা গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় এক নজিরবিহীন ঘটনা। এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ীদের মধ্যে ১২৬ জনই ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অমিমাংসীত রাজনৈতিক বিরোধের কারণে সৃষ্ট সহিংসতায় চরমভাবে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে এবং সরকার ও বিরোধী দল একে অপরকে দোষারোপ করছে। একদিকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে মানুষ নিহত হচ্ছে; অপরদিকে যানবাহনে পেট্রোল বোমা ও আগুন ধরিয়ে দেয়ার কারণে সাধারণ নাগরিকদেরও প্রাণহানীর ঘটনা ঘটছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে অসংখ্য মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, শিশুরাও এই ভয়াবহতার শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় অসংখ্য অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে; যার ফলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা সাধারণ নিরীহ নাগরিকরা হয়রানীর শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সরকার এই সহিংস পরিস্থিতিতে বিরোধী মতকে নির্মমভাবে দমন করছে। যৌথবাহিনী ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সারা দেশে গণগ্রেফতার করছে ও বাড়ীঘর বুলডোজার চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে[২]। বিরোধীদলের শীর্ষ পর্যায়ের অধিকাংশ নেতাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বিরোধীমতের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গুমের ঘটনাও ঘটছে। এছাড়াও গ্রেফতারের পর অভিযুক্তদের রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটছে। *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৫ নভেম্বর ২০১৩[৩] থেকে ২ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৪৯ জন নিহত এবং ৪৮৮৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই সময় ৫৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া একই সময়ে ১০ জনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৯ ডিসেম্বর ১৮ দলীয় জোটের ডাকা ঢাকা অভিমুখে 'মার্চ ফর ডেমোক্রেসী' কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়াকে তাঁর বাড়িতে বেআইনীভাবে আটকে রাখে, যা এখনও পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে[৪]। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে ঢাকার প্রতিটি প্রবেশ মুখে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সরকারী দলের কর্মীরা লাঠি হাতে বিরোধী দলের কর্মীদের এবং সাধারণ মানুষকে ঢাকায় ঢুকতে বাধা দেয় ও

[১] প্রথম আলো ১১ মে ২০১৩
[২] মানবজমিন ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩
[৩] ২৫ নভেম্বর ২০১৩ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন
[৪] দি ডেইলী স্টার, এডিটরিয়াল পেজ, ৩ জানুয়ারী ২০১৪

যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়ে ঢাকাকে সমস্ত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এইদিন সরকার বিরোধী বিক্ষোভ করার সময় জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের ওপর এবং সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীদের ওপর সরকারী দল সমর্থক বহিরাগত ব্যক্তিরা আক্রমণ চালিয়ে অনেককে আহত করে। এই সময় বিএনপির ২ জন নারী আইনজীবীকে তারা লাঞ্ছিত ও পিটিয়ে জখম করে।

বর্তমান সরকার দেশের অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে করায়ত্ত করেছে। অধিকাংশ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মালিক সরকার সমর্থিত ব্যক্তিবর্গ। অন্যদিকে সরকার ভিন্নমত দমনের লক্ষ্যে বিরোধীদলীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ বন্ধ করে দিয়েছে ও আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে বন্দি করে রেখেছে। চলমান এই সহিংসতার সময় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকরা হামলার শিকার হচ্ছেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বিল জাতীয় সংসদে পাশ করে এই আইনের মাধ্যমে সরকার মানবাধিকার কর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠাচ্ছে।

গত ৫-৬ মে ২০১৩ বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিষয়ে *অধিকার* এর প্রকাশিত প্রতিবেদন এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ *অধিকার* এর সম্পাদক আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এর অধীনে সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলায় আদিলুর রহমান খান এবং এএসএম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইমস ট্রাইবুনাল আগামী ৮ জানুয়ারি ২০১৪ চার্জ গঠনের দিন ধার্য করেছে। এই মামলা ছাড়াও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে সরকার। প্রতিনিয়ত গোয়েন্দা নজরদারী এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

একতরফা এবং সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহন বিহীন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সহিংস পরিস্থিতি মানবাধিকার এর ব্যাপক লঙ্ঘনের কারণ হিসেবে ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছে। *অধিকার* মনে করে বর্তমান সহিংস পরিস্থিতিতে আগামী ৫ জানুয়ারি ২০১৪ এর নির্বাচনের তফসিল অবিলম্বে বাতিল করা বাঞ্ছনীয়। *অধিকার* সরকারকে সমস্ত দমন পীড়ন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী তথা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এমন সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসার জন্য আহবান জানাচ্ছে।

অধিকার এই নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের সর্বাত্মক সুযোগ না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।